ইসলামে সুপারিশ/মধ্যস্থতার প্রকারভেদ

ইসলামে সুপারিশ/মধ্যস্ততা কী?

- সুপারিশ মানে অন্য কারো উপকার লাভের জন্য অথবা ক্ষতি এড়াতে মধ্যস্থতা করা।

ইসলামে সুপারিশ/মধ্যস্থতার প্রকারভেদ

-এটি দুই প্রকার:

- প্রথম প্রকার: সুপারিশ যা আখেরাতে, কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে।
- দ্বিতীয় প্রকার: দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ

আখিরাতে সুপারিশের প্রকারভেদ

আখিরাতে যে সুপারিশ করা হবে, তা দুই প্রকার:

❖ প্রথম প্রকার: একচেটিয়া সুপারিশ, যা শুধুমাত্র রসূলকে (সাঃ) করতে পারবে এবং সৃষ্টির অন্য কেউ তার সাথে এতে অংশ নেবে না। এটি বিভিন্ন ধরণের:

- বৃহত্তর মধ্যস্থতা: এটি প্রশংসা ও গৌরবের স্থান (আল-মাকাম আল-মাহমুদ) যা আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন:

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

- *এবং রাতের কিছু অংশে (এছাড়াও) আপনি (হে মুহাম্মদ) অতিরিক্ত প্রার্থনা (তাহাজ্জুদের ঐচ্ছিক প্রার্থনা নওয়াফিল) হিসাবে সালাত (নামাজ) পড়ুন (অর্থাৎ নামাজে কুরআন তেলাওয়াত করুন)। এটা হতে পারে যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকাম মাহমুদের কাছে (প্রশংসা ও গৌরবের }একটি স্থান, অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সুপারিশের সম্মান) উত্থাপন করবেন।* (আল-ইসরা ১৭:৭৯)

এই সুপারিশের অর্থ এই যে, তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুপারিশ করবেন যখন আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দেরি করবেন এবং তারা কেয়ামতের দিন জমায়েতের স্থানে অপেক্ষা করে থাকবে। তাদের কষ্ট এবং উদ্বেগ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যেখানে তারা আর সহ্য করতে পারবে না, এবং তারা বলবে, "কে আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে সুপারিশ করবে যাতে তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে বিচার করবেন?" এবং তারা সেই জায়গা ছেড়ে যেতে চাইবে। সুতরাং, লোকেরা নবীদের কাছে আসবে, যাদের প্রত্যেকে বলবে, "আমি এটি পারবো না, " যতক্ষণ না তারা আমাদের নবীর কাছে আসে (সাঃ), তিনি বলবেন, "আমি এটি পারবো, আমি এটির জন্য সক্ষম" সুতরাং, তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, যাতে বিচার করা হয়। এটি হল বৃহত্তর সুপারিশ, এবং এটি এমন একটি বিষয় যা একচেটিয়াভাবে নবীর (সাঃ)।

এই সুপারিশ সম্পর্কে অনেক হাদিস আছে, যেমন আল-বুখারী, মুসলিম এবং অন্যত্র, যেমন আল-বুখারী তার সহীহ (১৭৪৮) গ্রন্থে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস:

"কিয়ামতের দিন মানুষ হাঁটুর উপর বসে পরবে। প্রতিটি জাতি তাদের নবীর অনুসরণ করবে এবং বলবে: হে অমুক, আমাদের জন্য সুপারিশ করো, যতক্ষণ না নবী (সাঃ) কে সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়।সেদিন আল্লাহ তাকে প্রশংসা ও সম্মানের স্থানে উন্নীত করবেন।"

- জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সুপারিশ।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার কাছে আসব এবং তা খোলার জন্য বলব। দ্বাররক্ষী বলবে, "আপনি কে?" আমি বলব, "মুহাম্মদ।" সে বলবে, "আমাকে আপনার পূর্বে কারও জন্য তা খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" (মুসলিম, ৩৩৩)

মুসলিম (৩৩২)- আরেকটি বর্ণনা অনুসারে, "আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের ব্যাপারে সুপারিশ করব।"

- **চাচা আবু তালিবের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুপারিশ:**

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "হয়তো কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার জন্য উপকারী হবে এবং তাকে জাহান্নামের একটি অগভীর অংশে রাখা হবে যা তার গোড়ালি পর্যন্ত এবং তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।" (আল-বুখারী, ১৪০৮ এবং মুসলিম, ৩৬০)

- **রাসূল (সাঃ) এর সুপারিশ এ যাতে তাঁর উম্মতের কিছু লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে:**

কিছু আলেম এই ধরণের সুপারিশের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা সুপারিশ সম্পর্কিত আবু হুরায়রার দীর্ঘ হাদিসটি প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে: "অতঃপর বলা হবে, 'হে মুহাম্মদ, মাথা তুলুন; চান, আপনাকে দেওয়া হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে।' তাই আমি মাথা তুলে বলব, 'আমার উম্মত, হে প্রভু; আমার উম্মত, হে প্রভু; আমার উম্মত, হে প্রভু।' বলা হবে, 'আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করান। তারা অন্যান্য জাতির লোকদের সাথে অন্যান্য দরজা ভাগ করে নেবে।'" (আল-বুখারী, ৪৩৪৩ এবং মুসলিম, ২৮৭)।

দ্বিতীয় প্রকার: সাধারণ সুপারিশ/মধ্যস্ততা: এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্যান্যদের - ফেরেশতা, নবী এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের - আল্লাহ যেমন ইচ্ছা করেন তারা তেমনভাবে এতে অংশ নেবেন। এটি বিভিন্ন ধরণের:

- **জাহান্নামে প্রবেশকারী কিছু লোকের জন্য সুপারিশ, যাতে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।**

সহীহ মুসলিমে (২৬৯) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) এর মারফু হাদিস: "যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, তোমাদের কেউই তাদের থেকে বেশি জোর দিয়ে তার শত্রুর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারবে না, যারা কিয়ামতের দিন তাদের জাহান্নামী ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে (তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করার জন্য)। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, তারা আমাদের সাথে রোজা রাখতো, নামায পড়তো এবং হজ্জ করত। তাদের বলা হবে - " যাদের তোমরা চিনতে তাদের বের করে আনো, তাহলে আগুনকে তাদের পোড়াতে নিষেধ করা হবে। সুতরাং তারা অনেক লোককে বের করে আনবে। এবং আল্লাহ বলবেন:' ফেরেশতাগণ সুপারিশ করেছেন, নবীগণ সুপারিশ করেছেন, আর বিশ্বাসীগণ সুপারিশ করেছেন। দয়াময় আল্লাহ ব্যাতিত আর কেউ নেই। তখন তিনি এক মুঠো আগুন ধরাবেন এবং সেখান থেকে বের করে আনবেন এমন লোকদের যারা কখনো ভালো কিছু করে নি ।"

2. **জাহান্নামের যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ, যাতে তারা জাহান্নামে প্রবেশ না করে:**

এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোথায় ইঙ্গিত করা: "এমন কোন মুসলিম নেই যে মারা যায় এবং চল্লিশজন লোক যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তার জানাজার নামাজ পড়ে, তবে আল্লাহ তার জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।" **(মুসলিম, ১৫৭৭)**

এই সুপারিশ মৃত ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশের আগে ঘটে এবং আল্লাহ এ বিষয়ে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।

3. **জান্নাতের যোগ্য কিছু বিশ্বাসীদের জন্য সুপারিশ, যাতে জান্নাতে তাদের মর্যাদা উন্নত হয়।**

উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন (১৫২৮) যে, নবী (সাঃ) আবু সালামার জন্য প্রার্থনা করে বলেছেন: "হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করুন এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা উন্নীত করুন, এবং তার রেখে যাওয়া পরিবারের যত্ন নিন।আমাদের এবং তাকে ক্ষমা করুন, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তার কবরকে তার জন্য প্রশস্ত করুন এবং তার জন্য আলোকিত করুন।"

আখিরাতে সুপারিশের শর্তাবলী:

প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে আখিরাতে সুপারিশ কেবল তখনই ঘটবে যখন শর্তগুলি পূরণ হবে:

1. **আল্লাহর অনুমোদন থাকতে হবে তার প্রতি যার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে, কারণ আল্লাহ বলেন :**

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ

-"*এবং তারা সুপারিশ করতে পারবে কেবল তার জন্য যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" [আল-আম্বিয়া ২১:২৮]*

এর অর্থ এই যে যার জন্য মধ্যস্থতা করা হয় তাকে অবশ্যই তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে, কারণ আল্লাহ মুশরিকদের প্রতি সন্তুষ্ট নন।

আল-বুখারী (৯৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কেয়ামতের দিন সুপারিশের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান কে হবে?' আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "আমি ভেবেছিলাম, হে আবু হুরায়রা, তোমার আগে কেউ আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না, কারণ আমি দেখেছি তুমি হাদীস শিখতে কতটা আগ্রহী। যারা কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশের দ্বারা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে তারা হ 'ল যারা হৃদয় থেকে আন্তরিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।'

2. <u>আল্লাহ অবশ্যই মধ্যস্থতাকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, কারণ আল্লাহ বলেছেন</u>

ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

- *কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?*

[আল-বাক্বারাহ ২:২৫৫]

لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

-... *যার সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না যদি না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর জন্য অনুমতি দেওয়ার পর। [আন-নাজম ৫৩:২৬]*

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, যারা বেশি অভিশাপ দেয় তারা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে না। যেমন মুসলিম (৪৭০৩) বর্ণিত যে, আবু আদ-দারদা (রাঃ) বলেছেন: "আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যারা বেশি অভিশাপ দেয় তারা কিয়ামতের দিন সাক্ষী বা সুপারিশকারী হবে না।' "

এই বিশ্বে সুপারিশের প্রকারভেদ:

দ্বিতীয় ধরণের মধ্যস্থতা হ 'ল যা এই বিশ্বের বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত । এটি দুই ধরনের:

১. যা একজন ব্যক্তির কিছু করার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে ।: দুটি শর্ত সাপেক্ষে এটি অনুমোদিত:

- **এটি আল্লাহর অনুমোদিত জিনিসের সাথে করতে হবে।: এমন কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয় যার ফলে মানুষের অধিকার বঞ্চিত হবে বা তাদের প্রতি ভুল করা হবে । হারামের মতো কিছু সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করাও ঠিক নয়, যেমন যারা শাস্তির যোগ্য তাদের সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করে, তাদের উপর এটি কার্যকর না করার জন্য অনুরোধ করা।**

আল্লাহ বলেন:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

- *আল-বির ও আত-তাকওয়া (গুণ, ন্যায় ও ধর্মপরায়ণতা) তে একে অপরকে সাহায্য করুন; কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করবেন না।*

[আল-মায়িদাহ ৫:২]

আল্লাহ বলেন আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিস অনুযায়ী, কুরায়শ একটি মাখজুমী মহিলার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল যে চুরি করেছে, এবং তারা বলেছিল, "কে আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর সাথে তার সম্পর্কে কথা বলবে? আল্লাহর রসূলের (সাঃ) প্রিয়তম ব্যক্তি উসামাহ ছাড়া আর কে?" তাই উসামাহ তার সাথে কথা বললেন, এবং

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির বিষয়ে সুপারিশ করছ?" তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে মানুষ, তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল তারা শুধুমাত্র ধ্বংস হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে যদি ধনী চুরি করত, তবে তারা তাকে ছেড়ে দিত কিন্তু যদি একজন দুর্বল চুরি করত তবে তারা তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা চুরি করত, আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।" (আল-বুখারি, ৩২৬১ এবং মুসলিম, ৩১৯৬)।

আল-বুখারি (৫৫৬৮) এবং মুসলিম (৪৭৬১) আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, কেউ যদি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে কোন প্রয়োজন নিয়ে আসতেন, তাহলে তিনি তাঁর সাথে বসা ব্যক্তিদের দিকে ফিরে বলতেন, "আপনি সুপারিশ করুন, তাহলে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে, এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে যা ইচ্ছা তা নির্ধারণ করবেন।"

সেই ব্যাক্তিকে তার লক্ষ্য অর্জন এবং অপছন্দনীয় বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকার জন্য কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। তার জানতে হবে যে এই সুপারিশকারী কেবল একটি উপায় যা আল্লাহ আমাদের জন্য অনুমোদিত করেছেন এবং উপকার এবং ক্ষতি কেবল আল্লাহর হাতে। এই কথা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যদি এই দুটি শর্তের যেকোনো একটি পূরণ না হয়, তাহলে সুপারিশ অনুমোদিত নয়।

2. <u>যা একজন ব্যক্তির ক্ষমতার মধ্যে নেই:</u>, মৃত এবং কবরবাসীদের কাছ থেকে সুপারিশ চাওয়া, অথবা অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে সুপারিশ চাওয়া, যিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি শুনতে এবং মানুষের চাহিদা পূরণ করতে এটি হল সেই ধরণের সুপারিশ যা শিরক, যা কুরআনের অনেক আয়াত এবং নবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এটি তাদের মধ্যে এমন গুনের কথা বলে যা কেবল স্রষ্টার জন্য, কারণ আল্লাহ চিরজীবী, যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না।

তাদের যুক্তি হল যে আউলিয়া ("পবিত্র ব্যক্তিত্ব") এবং সায়্যিদরা তাদের জন্য সুপারিশ করেন তাদের আত্মীয়দের জন্য এবং যারা তাদের ডাক দেয় এবং তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের ভালোবাসে তাদের জন্য এবং এজন্য তারা তাদের কাছে সুপারিশ চায়। এটি ঠিক সেই বিষয় মুশরিকরা করেছিল।

একইভাবে, সমসাময়িক মুশরিকরা বলে "the Awliya' ('saints') আমাদের জন্য সুপারিশ করে; "আমরা আল্লাহর কাছে (সরাসরি) চাইতে পারি না তাই আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করি এবং তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আর তারা বলে যে, নবী (সাঃ) এবং সকল নবী ও সৎকর্মশীলদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আমরা তাদের ডাকি এবং বলি, আমাদের জন্য সুপারিশ কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।। তারা এই জগতের রাজাদের উদাহরণ দেয় এবং বলে যে এই জগতের রাজাদের কেবল মধ্যস্থতার মাধ্যমেই যোগাযোগ করা যেতে পারে; যদি আপনার কিছু প্রয়োজন হয়, আপনি তাদের বন্ধুদের কাছে যান এবং যারা তাদের ঘনিষ্ঠ, তাদের মন্ত্রী, দারোয়ান, চাকর ইত্যাদির কাছে যান, যাতে রাজা আপনার বিষয়টি মোকাবেলা করতে পারেন; অতঃপর আমরা আল্লাহর কাছে পৌছাতে চাই, তাই তাঁর নিকটবর্তী সাইয়্যেদদের কাছে প্রার্থনা করি।

আল্লাহ আমাদের সূরা ইয়াসিনে একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির কথা বলেছেন, যিনি বলেছিলেন

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا

- *আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে গ্রহণ করব? যদি পরম করুণাময় (আল্লাহ) আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না। [ইয়া-সিন ৩৬:২৩]*

আর আল্লাহ আমাদের বলেন যে, কাফেররা নিজেরাই তা স্বীকার করবে:

قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَوَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَوَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِحَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُفَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ

" তারা বলবে: 'আমরা নামায পড়তাম না,মিসকীনদের খাবারও দিতাম না; আর আমরা মিথ্যা কথা বলতাম (যা আল্লাহ অপছন্দ করতেন) অনর্থক কথাবার্তা বলতাম। আর আমরা কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা বলতাম, যতক্ষণ না আমাদের কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।' সুতরাং সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। [আল-মুদ্দাৎসসির ৭৪:৪৩-৪৮],

নবী (সাঃ) কে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হলেও আল্লাহ তাকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত ও যা কে সুপারিশ করতে হবে তার জন্য অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত যা তা ব্যবহার করতে পারবেন না।

তাই তিনি (সাঃ) তাঁর উম্মতকে দুনিয়াতে তার কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করতে বলেননি এবং তা তাঁর কোন সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণিত হয়নি। যদি এটি একটি ভাল জিনিস হত, তবে তিনি তা তার উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিতেন এবং তাদের এটি করার জন্য ডাকতেন এবং তার সঙ্গীরা যারা ভাল কাজ করতে আগ্রহী তারা তা করতে চাইতেন। অতএব, আমরা জানি যে বর্তমানে (এই পৃথিবীতে) তাঁর কাছ থেকে সুপারিশ চাওয়া একটি মহা অন্যায়, কারণ এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা এবং এমন কিছু করা যা সুপারিশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, কারণ সুপারিশ কেবল তাদের জন্যই যারা আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে (তাওহীদ)।

(কিয়ামতের দিন) দাঁড়ানো লোকেরা কেবল নবী (সাঃ) এর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ চাইবে যাতে বিচার হয়, কারণ তিনি তাদের সাথে থাকবেন এবং তিনি তাঁর রবের দিকে ফিরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে সক্ষম হবেন। এটি এমন একজন জীবিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিকে প্রার্থনা করার মতো, যা তিনি করতে সক্ষম।

অতএব, দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে কেউ তাঁর (সাঃ) কাছে তাদের জন্য সুপারিশ চাইবে যাতে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়।

যারা এখন তাঁর কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করে, এই কথার উপর যে, আখিরাতে তাঁর কাছে সুপারিশ চাওয়া জায়েজ হবে, যদি তাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহলে তাদের কেবল "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য সুপারিশ করুন যাতে বিচার করা যায়" বলতে হবে! কিন্তু তারা এর বাইরে কিছু করে।তারা এটিকে সুপারিশের জন্য অনুরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তারা নবী (সাঃ) - এবং অন্যান্যদের - তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে এবং রহমত নাজিল করতে বলে; তারা বিপদের সময় তাঁর কথা বলে; তারা সব সময়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহর বাণী) উপেক্ষা করে:

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ

- তিনি কি (তোমার ঈশ্বরদের চেয়ে) উত্তম নন, যিনি বিপদগ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকেন, এবং যিনি খারাপকে দূর করেন, এবং আপনাকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম? [আন-নামল ২৭:৬২]

উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে সঠিক ধরণের সুপারিশ হল এমন সুপারিশ যা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনের উপর নির্ভর করে, কারণ সমস্ত সুপারিশ তাঁরই। এর মধ্যে এমন জীবিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পার্থিব বিষয় সুপারিশ চাওয়া বৈধ , যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।

সুতরাং, যে কেউ অন্য কারো কাছ থেকে সুপারিশ চায় সে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং নিজের প্রতি অবিচার করেছে এবং কিয়ামতের দিন নবী (সাঃ) এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে । আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি, এবং আমরা তার কাছে আমাদের নবীকে (সাঃ) এর সুপারিশ পাওয়ার অনুরোধ করি।

আমিন।

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

https://islamqa.info/en/answers/26259/types-of-intercession-in-islam